
শ্রীসপ্তশ্লোকী-গীতা

শ্রীসপ্তশ্লোকী গীতা ।

শ্রীভগবান্নবাচ ।

ঔমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্যামহুশ্বরন ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজ্জন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১ ॥

সৰ্ব্বতঃ পাণিপাদং তং সৰ্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্ব্বতঃ শ্ৰুতিমল্লোকে সৰ্ব্বনারত্য তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হ্রবীকেশ তব প্রকীৰ্ত্তা, জগৎ প্রহৃষ্টদম্ভরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি, সৰ্ব্বে নমস্যস্তি চ দিক্‌সজ্জ্বাঃ ॥ ৩ ॥

কবিং পুরাণমন্ত্ৰশাসিতারমণোরগীয়াংসমহুশ্বরেৎ যঃ ।

সৰ্ব্বশ্চ ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

প্রয়াণকালে মনগাচলেন, তক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোম'ধো প্রাণমাবেশ্চ, স তং পরং পুরুবমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ব্রহ্মধ্বরূপকে উচ্চারণ করত দেহ ত্যাগ করিতে করিতে আমাকে অনুশ্বরণ করিয়া যে দেহত্যাগ করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

তিনি সৰ্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সৰ্ব্বত্র চক্ষু, শির ও মুখবিশিষ্ট, সৰ্ব্বত্র কর্ণবিশিষ্ট এবং লোকে সকলই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে হ্রবীকেশ ! তোমার মাহাত্ম্য-সঙ্কীৰ্ত্তনে কেবল আমি নহি, কিন্তু জগৎ সে প্রহৃষ্ট ও অহুরক্ত হয়, ব্রাহ্মসেরা ভীত হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করে ও সিদ্ধগণ যে নমস্কার করে, এ সকলই যুক্তিযুক্ত বটে ॥ ৩ ॥

পুরাতন পুরুষ, কবি, সকল জগতের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, সকলের পালক, বিধাতা, অপরিমিতমহিমা জন্ত মলীমস মনোবুদ্ধির অগোচর, অচিন্ত্যরূপ, তমঃপ্রকৃতির অতীত, স্বপন-প্রকাশাত্মক আদিত্যধ্বরূপকে অস্তকালে ভক্তিয়ুক্ত হইয়া নিশ্চলমানসে এবং যোগবলের দ্বারা ও সুষুন্মার্গে জ্রবয়ের মধ্যে সম্যকরূপে প্রাণকে আবেশিত করিয়া যিনি অনুশ্বরণ করেন, তিনি সেই ষোড়শাত্মক পরমাত্মধ্বরূপ পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্নৃবাচ ।

উর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বখং প্রাহরব্যায়ম্ ।

ছন্দাযসি যস্ত পৰ্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাস্রিতঃ ॥ ৫ ॥

প্রাণাপান-সম্বায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্কিধম্ ॥ ৬ ॥

ময়না ভব মন্তুকো মদ্বাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈব্যবমান্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবান্নৃবাচ ।

যো মাং গীতাসমূহেন স্তোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব ।

স এব সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ স্তুত এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

সপ্তশ্লোকী গীতা সমাপ্তা ॥

ক্রটিতে বাহাকে করাকর হইতে উৎকৃষ্ট, পুরুষোত্তমরূপ, উর্দ্ধমূলবিশিষ্ট এবং তাহা হইতে অধঃ অর্থাৎ অর্কাটীন হিন্নগণ্যভীদিরূপ অধঃশাখাবিশিষ্ট, প্রবাহরূপে অবিচ্ছেদ জন্ন অব্যয় এবং ঋঃ অর্থাৎ কল্যা থাকিবে এরূপ বিশ্বাসের সুবোগ্য বলিয়া অশ্বখবৃক্ষ বলে, আর ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলের দ্বারা পত্রের স্থায় সর্ক-জীবের আশ্রয়ীয়ত্ব-প্রতিপাদন জন্ন বেদ সকল যাহার পত্র, তাহাকে অর্থাৎ সেই সংসারকে যিনি বিদিত হন, তিনিই বেদবিৎ ॥ ৫ ॥

আমি জঠরের অগ্নি হইয়া প্রাণীদিগের দেহকে আশ্রয় করিয়া তদুদ্দীপক প্রাণ ও অপানবায়ু-সংযুক্ত হইয়া দন্ত-সাধা অপূপাদি ভক্ষ্য (১), জিহ্বা-বিলোড়নসাধা পায়সাদি ভোজ্য (২), জিহ্বাতে নিষ্ক্ষেপ করিয়া রসাস্বাদনে গলিত হয়, এরূপ দ্রবীভূত গুড়াদি লেহু (৩) ও ইক্ষু প্রভৃতি চূষ্য (৪), এই চতুর্কিধ অন্ন পাক করি ॥ ৬ ॥

মচ্ছিত্ত, মন্তুক ও মৎপূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে মৎ-পরায়ণ হইয়া মমকে আমাতে সমাধান করিয়া পরমানন্দরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবান্নৃবাচ, যে কেহ আমার সমূহ-গীতার স্তবেচ্ছ হইবে আমি তাহা কর্তৃক এই সপ্ত শ্লোকেই নিশ্চয় স্তুত হইব, হে পাণ্ডব! ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই জানিবে ॥ ৮ ॥

সপ্তশ্লোকী গীতা সমাপ্ত ।